**Pro Re Nata 54 – Galpo – Others – Jar Asukh Sai Banbe – Banibrato Chakroborty**

প্রো রে নাটা ৫৪ - যার অসুখ সেই বলবে - বাণীব্রত চক্রবর্তী

বাড়ির উঠোনে একটা বকুলগাছ আছে কিন্তু বাড়ির ঠিকানা অনুভবের জানা নেই। এমন কী শীলার বাবার নামও সে জানে না। বাড়ির রং নাকি আগে হলদে ছিল। কিংশুক বলেছিল, /শীলা খুব অসুস্থ।* অনুভব জানতে চেয়েছিল শীলার কী হয়েছে। কিংশুক বলতেপারেনি।

দুপুরবেলায় কোনও অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া ঠিক নয়। অথচ অনুভব দুপুরেই এসেছে মহামায়া বসু লেনে। শীলার বাড়ি খুঁজছে। পাচ্ছে না।

আজ দুপুর থেকে আকাশে মেঘ। অনুভবের মনের ভেতরেও একটুকরো বিষণ্ণ মেঘ ঢুকে পড়েছে। কী হল শীলার! গত সপ্তাহতেও ওরা একসঙ্গে ক্লাস করেছে। অফ পিরিয়ডে কলেজ স্কোয়ারে ঘুরছে। একবার কফিহাউসে ঢুকেছিল। বসতে পারেনি। বসার জায়গা ছিল না।

একটা পিরিয়ডে ছিল ভাষাতত্ত্বের ক্লাস। ওরা দুজনেই সেই ক্লাসটা করেনি। চিনে বাদাম চিবোতে চিবোতে বিধান সরণি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে একেবারে শ্যামবাজার পর্যন্ত। তারপর শীলাকে বাসে তুলে দিয়ে অনুপম হাত নেড়েছিল। দেখতে দেখতে সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। শীলার দেখা নেই।

অনুভব প্রতিদিন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে ঢুকতে ভেবেছে আজ শীলা আসবে। কিন্তু আসেনি। দুজনের কারও মোবাইল ফোন নেই। শীলাদের বাড়ির ফোন নাম্বার অনুভব জানে। শীলা নাম্বারটা দিয়ে বলেছিল, /নাম্বার দিলাম। তবে খুব প্রয়োজন না হলে ফোন কোরো না।* স্বভাবতই অনুভব জিজ্ঞেস করেছিল, '২কেন!* শীলা বলেছিল, / কী দরকার। সপ্তাহে পাঁচ ছ' দিন তো দেখা হচ্ছেই।* অনুভব বলেছিল, /আর যদি খুব দরকার হয়। তাহলে!* শীলা হেসে বলেছিল, /তাহলে করতে পারো।* অনুভব তার বাড়ির ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিল, /তোমার যখন ইচ্ছে তখন আমায় ফোন করতে পারো।* শীলা ফোন করেনি।

আজ বুধবার। ভেবেছিল আজ শীলাদের বাড়িতে ফোন করবে। কিন্তু কিংশুকের মুখে শীলার শরীর খারাপ শুনে ইউনিভার্সিটি থেকে সোজা দুপুরবেলাতেই চলে এসেছে মহামায়া বসু লেনে।

গলিটা ছোটো নয়। সর্পিল। তখন থেকে শীলাদের বাড়িটা খুঁজছে, পাচ্ছে না। বিবর্ণ হলুদ বাড়ি একটা, আর একটা উৎকট হলুদ, আর তৃতীয় হলুদ রঙের বাড়িতে মেটে রঙের বর্ডার দেওয়া। তিনটে বাড়ির একটাতেও বকুলগাছ আছে বলে তো মনে হল না। কেবল একটা বাড়ি খুঁজে খুঁজে এতক্ষণে বার করেছে যে বাড়ির ভেতরে একটা গাছ আছে বলে মনে হচ্ছে। গাছটার অবস্থিতি বাড়ির ভেতরে। গাছটার মাথা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পত্রাংশ দেখে কি বোঝা যায় গাছটা বকুল গাছ! বকুলগাছ ঠিক কী রকম দেখতে হয় অনুভব জানে না।

এই বাড়িটা কিন্তু হলুদ নয়। আসলে এই বাড়িটার ঠিক রং অনুভব বুঝতে পারছে না। কবে যেন বাড়িটায় রঙ করা হয়েছিল। এখন কালের প্রবাহ আর রোদ-বৃষ্টিতে আসল রংটা হারিয়ে গেছে।

অনুভবের হাতঘড়িতে তিনটে চল্লিশ। অনুভব দ্বিধায় পড়ে গেল। এটাই কি শীলাদের বাড়ি! বাড়ির গায়ে কোনও নম্বর নেই। কাদের বাড়ি! বাড়ির মালিকের কোনও নাম নেই। মুহূর্তের জন্য অনুভব ভেবে নিল শীলাকে কোনওদিন চিঠি লেখা যাবে না। চিঠি এই বাড়িতে আসে না বোধহয়। কোথাও লেটারবনন্ডর চিহ্ন নেই।

তিনটে চল্লিশের সময় অচেনা বাড়ির দরজা ঠেলে ঢোকা কি সমীচীন! ডোর বেল নেই কড়া নাড়তে হবে।

সদর দরজায় হাত দিতেই দরজা অল্প একটু ফাঁক হয়ে গেল। তাহলে দরজা বন্ধ নয়! ভেজানো ছিল।

দরজা ঠেলে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। উঠোনে একটা গাছ। গাছের নীচে মুঠো মুঠো বকুল ফুল পড়ে আছে। সন্দেহ নেই, এটাই শীলাদের বাড়ি।

অনুভব উঠোন পেরিয়ে একটা গ্রিলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় তালা ঝুলছে। কেউ কোথাও নেই। কেবল একটা বেড়াল বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে গ্রিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বেড়ালটা অনুভবের দিকে তাকিয়ে আছে। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বেড়ালটা মিয়াঁও করে উঠল। অনুভব হাত তুলল। বেড়ালটা ভয় পাচ্ছে না। ছুটে গেল গ্রিলের দরজাটার কাছে। বেড়ালটা পালাল। তার পায়ের শব্দ শুনে ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, /কে! কে!* কী উত্তর দেবে!

বাড়ির ভেতর থেকে মধ্যবয়সী এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। কয়েক পলক অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, /কে আপনি! কাকে চান!* অনুভব বলল, /আমি শীলার সঙ্গে পড়ি। আমার নাম অনুভব।* ভদ্রমহিলা বললেন, /আপনার কথাই ভাবছিলাম। দাঁড়ান চাবিটা আমি।* ভদ্রমহিলা চাবি আনতে গেলেন।

ভদ্রমহিলা কে! এই কি শীলার সোনা কাকিমা! এঁর কথা শীলা প্রায়ই বলত। উনি তার কথা ভাবছিলেন কেন!

ভদ্রমহিলা চাবি নিয়ে এসে গ্রিলের দরজা খুললেন, /আসুন।* অনুভব জিজ্ঞেস করল, /শীলার কী হয়েছে?* ভদ্রমহিলা বললেন, /অসুখ করতে।* অনুভব বলল, 'কী অসুখ?* ভদ্রমহিলা বললেন, /সেটাই তো ধরা যাচ্ছে না। চলুন।*

শীলাদের বাড়ির ভেতরটা এত বড় বাইরে থেকে বোঝা যায় না। একটা লম্বা করিডর ধরে ওরা যাচ্ছিল। অনুভব জিজ্ঞেস করল, /আপনি কি সোনা কাকিমা?*

ভদ্রমহিলা ফস্ করে অনুভবকে তুমি তুমি করে উঠলেন, /হ্যাঁ। তুমি জানলেন কী করে?* কথাটা শেষ করেই সোনা কাকিমা লজ্জায় জিভ কাটলেন, /মাপ করবেন। আপনাকে তুমি বলে ফেললাম।* অনুভব বলল, /ঠিকই করেছেন। আমাকে তুমি বললেন। আপনিও তো আমার সোনা কাকিমা।*

সোনা কাকিমা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, /তুমি তো বেশ মন জয় করা কথা বলতে পার!*

'মন জয় করা কথা' বাক্যাংশটি কিংবা বাক্যটিও বলা যায়, অনুভবকে টলিয়ে দিল। বাক্যটি অভিনব নয়, নাটকীয়, কতকাংশে স্থূল হলেও সোনা কাকিমার মুখে একটা নতুন মাত্রা নিয়ে ব্যক্ত হল। অনুভব সেই সঙ্গে ভাবল কিংশুকের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে শীলার এমন অসুখ। সোনা কাকিমাও একবারও বললেন না শীলার কোনও অসুখ হয়নি বরং হয়েছেই বললেন। অথচ উনি অনুভবের সঙ্গে দিব্যি ঠাট্টার ঢঙে কথা বলছেন। মন জয় করা কথা। তাহলে কি শীলার নিছকই সর্দি জ্বর? বড় কিছু নয়!

অনুভবের মনও বলছে শীলার কোনও বড় অসুখ হয়নি। তবু সংশয় থেকেই যায়। এর জন্য পুরো সপ্তাহটা কেউ ক্লাস কামাই করে!

করিডর দিয়ে হাঁটাতে হাঁটাতে অনুভব জিজ্ঞেস করল, /আপনাদের এত বড় বাড়ি!* সোনা কাকিমা স্মিত মুখে অনুভবেরদিকে তাকালেন, /বড় বাড়ি। শরিকে শরিকে ভাগাভাগি করে থাকি।* সুযোগ পেয়ে অনুভব বলেই ফেলল, /শীলা ফোন করতে বারণ করেছিল। বাড়িতেও আসতে বলেনি।* আবার হাসিতে ভেঙে নুয়ে পড়েন সোনা কাকিমা, /তুমি এত সরল! এই কথা আমাকেবলে ফেললে! শীলা যদি শুনত।* অনুভব থমথম খায়, /না, না। বলবেন না প্লিজ।*

পর্দা সরিয়ে সোনা কাকিমা অনুভবকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকলেন।

/শীলা, দ্যাখ, কে এসেছে!*

শীলা খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কী একটা বই পড়ছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। অনুভবকে দেখে আনন্দের বিস্ফার ঘটল, /ওমা! তুমি!* শীলার মুখে আলো ফুটে উঠল। এ মুখ অসুখের মুখ নয়।

ছোটো ঘর ছোটো জানালা। অনেক বই। কিছু ফুল। ফুলগুলি নীল রঙের কাচের ভাসে সাজানো। সম্ভবত হলদে গোলাপ।

/কী হয়েছে তোমার?* অনুভবের প্রশ্নের ভেতরে ব্যাকুলতা ছিল না। কৌতূহল ছিল।

/মনের অসুখ।* যিনি বললেন তিনি হাসির তুবড়ি ছুটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনুভব ঘাড় ঘুরিয়ে সোনা কাকিমাকে আর দেখতে পেল না। দেখল খাট থেকে নেমে শীলা এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক তার সামনে।

অনুভব আবার জিজ্ঞেস করল, /কী হয়েছে তোমার?*

শীলা একটু দূরে সরে গেল। ছোটো জানালার কাছেই। হাতের কাছে টেবিলের ওপর নীল ফ্লাওয়ার ভাসে বিকচ ফুলগুলি ক্রমশ মলিন হয়ে যাচ্ছে।

শীলা বলল, /আমাদের বাগানে এই ফুলগুলো ফোটে। আমি তুলে এনে রোজ এই কাচের বাটিতে সাজিয়ে রাখি। আবার শুকিয়ে যায়।*

অনুভব জিজ্ঞেস করল, /এগুলি কী ফুল?* /তুমি স্বর্ণচাঁপা চেনো না?* অনুভব অপ্রস্তুতে পড়ে যায়, /কেন চিনব না! স্বর্ণচাঁপা তো অন্য রকম।* শীলা আবার এগিয়ে আসে। একেবারে কাছে নয়। কী বলতে গিয়েও বলে না। পরক্ষণে দূরে সরে যায়।

ঘরে ঢুকে অনুভব দাঁড়িয়েই আছে। শীলা তাকে বসতে বলেনি। সোনা কাকিমা তাকে ঘরে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন শীলারও খেয়াল নেই। সে কেন বারবার ফুলের কথা বলছে। কেন বার বার এগিয়ে আসছে, পিছিয়ে যাচ্ছে। এ কেমন লুকোচুরি! এ কেমন রহস্য!

শীলা পিছন ফিরে বুক র‍্যাক হাতড়ে কী বই খুঁজছে কে জানে। দেওয়ালের একপাশে একটা বেতের চেয়ার ছিল। অনুভব বসে পড়ল।

র‍্যাক থেকে একটা রোগা বই টেনে বার করে শীলা মুখ ফেরাল, /উর্বশী ও আর্টেমিস পড়েছো? নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না কার লেখা কী বই।*

এবার অনুভবকে ঠকাতে পারল না। অনুভব বলল, /ওঁর অনেক বই আমাদের বাড়িতে আছে। তুমি, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার পড়েছো?*

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল শীলা। অনুভব আরও একটা বইয়ের নাম করল, /সংবাদ মূলত কাব্য। পড়েছো কি?*

শীলা বলল, /কই, তোমার মুখে তো কোনোও দিন বিষ্ণু দে-র কবিতা শুনিনি!* অনুভব বলল, /এসব তো আমার নয়। রাঙা জেঠুর। মৌলানা আজাদ কলেজে যখন পড়তেন বিষ্ণু দে ওঁদের ক্লাস নিতেন।*

পর্দা সরিয়ে সোনা কাকিমা এলেন, /চলো, অনুভব। দিদির ঘরে চলো। ওখানে চা খাবে।* শীলা বলল, /সেই ভালো। পিসির কাছে বসে গল্প করলে সকলের মন ভাল হয়ে যায়।*

লম্বা করিডর ধরে আর ক্লান্তিকর হাঁটা নয়। কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতালায় উঠতে উঠতে অনুভবের মনে হল এই বাড়ির মানুষেরা অন্য রকম। এমনকী শীলাকেও অন্যরকম লাগছে।

এই ঘরে কোনও পর্দা নেই। ঘরের ভেতর দিয়ে একটা খোলা ছাদে চলে এল।

সোনা কাকিমা যেন হিড়হিড় করে টানতে টানতে অনুভবকে এনে দাঁড় করালেন এক শুভ্রবসনা মহিলার সামনে।

বিকেলটা ঈষৎ মেঘলা। একটা ইজিচেয়ারে ভদ্রমহিলা বসে ছিলেন। অনুভবের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সোনা কাকিমা ছাদে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছেন। শীলা এখনও আসেনি।

ভদ্রমহিলা বললেন, /এখানে কোথায় বসবে বল তো? চলো, আমার ঘরে চলো।* অনুভব বলল, / এই ছাদটা তো বেশ। কোনে ভাল লাগছে। /শীলার পিসি বললেন, /আমি বসে থাকব আর তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে! তা হয় নাকি! চলো, ঘরে চলো।*

একটা গলির ভেতর বড় একটা বাড়ি লুকিয়ে আছে। বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। ছাদের আলসের কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে তাকালে সর্পিল গলিটা অদ্ভুত মনে হয়। পাশাপাশি বাড়িগুলি যেন খুব ঘন হয়ে একে অপরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। এইসব দেখতে অনুভবের ভাল লাগছিল।

পিসিকে অনুভব বলল, /আমার কিন্তু এই ছাদটা খুব ভাল লাগছে।* ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, /তোমরা কোথায় থাকো?* অনুভব বলল, /আমরা কলকাতার একটা পুরনো পাড়ায় থাকি।* হেসে ফেললেন শীলার পিসি, /আমাদের এই বাড়িটাও তো কলকাতার পুরনো পাড়ায়।* অনুভব বলল, /হ্যাঁ। এটা সাউথ ক্যালকাটা। আমাদের বাড়ি নর্থ ক্যালকাটায়। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, /নর্থ ক্যালকাটার কোথায়?* অনুভব উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু শীলাকে দেখে থমকে গেল।

শীলা ছাদে চলে এসেছে। ভদ্রমহিলা শীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, /তোর বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম।* শীলা বলল, /ছাদে কেন? ঘরে চলো।* ভদ্রমহিলা ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠলেন, /সে কথাই তো তোর বন্ধুকে বোঝাচ্ছিলাম। কিন্তু ও ছাদ ছেড়ে নড়তে চাইছে না।*

শীলা অনুভবের দিকে এগিয়ে এল, /পিসির ঘরে চলো।* ঘরে এসে পিসিমা বললেন, /তুমি খাটের ওপর আরাম করে বসো।* অনুভব খাটে উঠল না। চেয়ারে বসল। তাই শীলার পিসি খাটে উঠে বসলেন। শীলার যেন বসার উচ্ছে নেই। সে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

পিসিমা ভাইঝির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, /তোর জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে তো? কুন্দ বলছিল তুই নাকি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিস?* শীলা বলল, /রাখ তো সোনা কাকিমার কথা! এখন আমি একটুও দুর্বল নই।*

অনুভব কথা না বলে পারল না, /কিন্তু তোমার অসুখ করেছে কিংশুক জানল কী করে?*

পিসির খাটে পা ঝুলিয়ে শীলা বসে পড়ল। বলল, /ওকে ফোন করেছিলাম। বলে ছিলাম আমার ভারী অসুখ।*

অনুভব চুপ করে রইল। বুকের ভেতরে অভিমান ফুলে ফুলে উঠছে। শীলা কিংশুককে ফোন করতে পারল! তাকে করল না!

এতক্ষণে শীলার পিসি কথা বললেন, /তোমার নামটাই তো জানা হল না।* অনুভবের অন্যমনস্কতা কেটে গেল। নিজের নাম বলল। ভদ্রমহিলা বললেন, 'বাহ্। তোমার নামটা তো ভারী সুন্দর!* অনুভব ম্লান হাসল। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করছে। তবু বলল, /এই নামটা আমার রাঙা জেঠুর দেওয়া।*

সোনা কাকিমা এলেন। তাঁর হাতে একটা বড় ট্রে। ট্রেতে তিন পেয়ালা চা। একটা ডিশে ফুলকো লুচি। ছোটো বাটিতে আলুর দম।

ট্রেটা কোথায় রাখবেন সোনা কাকিমা! শীলা একটা ব্যবস্থা করে ফেলল। পিসিমার খাটের পেছন থেকে টেনে আনল একটা ফোল্ডিং টেবিল। টেবিলটা খুলে অনুভবের সামনে বসিয়ে দিল। সোনা কাকিমা ট্রে টা রাখলেন ওই টেবিলে। দু কাপ চা শীলা আর তার পিসির হাতে তুলে দিয়ে সোনা কাকিমা অনুভবের দিকে ফিরে বললেন, /নাও, খেয়ে নাও। সেই কখন এসেছো।*

অনুভব কোনও জবাব দিল না। পাথরের মতো বসে রইল। শীলা বলল, /কী হল? হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন?* অনুভব হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বলল, নানা, ক্ষিদে নেই। তবে চা টা খাচ্ছি।*

শীলার পিসিমা বললেন, /তা বললে হবে না। কুন্দ কত সাধ করে লুচিগুলো ভেজে আনল।* সোনা কাকিমা বললেন, /শুধু লুচি নয়। আলুর দমও করেছি।*

শীলা বলল, /কী হল তোমার! খাও।* অনুভব এতক্ষনে হাসল, /ঠিক আছে। খাচ্ছি। কিন্তু হাতটা ধুতে হবে।*

সোনা কাকিমা অনুভবকে নিয়ে ভেতরের বারান্দায় গেলেন। বেসিনে হাত ধুতে ধুতে অনুভব জিজ্ঞেস করল, /আপনার নাম বুঝি কুন্দ?* সোনা কাকিমা হাসতে হাসতে বললেন, /খুব পেকে গেছ। কাকিমার নাম ধরে ডাকছ!* দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

রুমাল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে অনুভব বলল, /কই, বললেন না তো শীলার কী অসুখ!* সোনা কাকিমা মুচকি মুচকি হাসছেন, /আমি কেন বলব? যার অসুখ সে বলবে। চলো, চলো লুচি ঠান্ডা হয়ে গেল।*

সন্ধে হয়ে গেল। আর দেরি করা যাবে না। অনুভব বলল, /এবার উঠব।* পিসিমা বললেন, /এক্ষুনি উঠবে কেন?* অনুভব বলল, /বেশি দেরি করে বাড়ি ফিরলে রাঙা জেঠু রাগ করেন।*

পিসিমা বললেন, /নর্থ ক্যালকাটায় কোথায় তোমাদের বাড়ি?* অনুভব বলল, /বৃন্দাবন মল্লিক ফার্স্ট লেনে।* ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, /কত নম্বর বাড়ি?* অনুভব অবাক হয়ে বলল, /কেন! পনেরো নম্বর বাড়ি।*

শীলা একটু আগে এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় বলে গেছে, /অনুভব। তুমি একটু পিসিমার সঙ্গে কথা বলো। আমি দেখি বাবা অফিস থেকে ফিরলেন কিনা।* সোনা কাকিমাও এখন এই ঘরে নেই।

বাড়ির নম্বর টা শুনে পিসিমার মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে তিনি অনুভবের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অনুভব অস্থির হল। /কী হল পিসিমা। শরীর খারাপ লাগছে?* ভদ্রমহিলা আবার স্বাভাবিক হলেন। বললেন, 'প্রভাংশু তোমার কে হয়?* অনুভব বলল, /আমার রাধা জ্যেঠু। তাঁকে আপনি চেনেন?* ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ চিনি। আমরা একসঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। তাকে আমার কথা বলো।* অনুভব বলল, /বলব। কিন্তু কী বলব? শীলার পিসিমা বললে তো রাঙা জেঠু চিনতে পারবেন না।*

ভদ্রমহিলা আবার শীলার পিসিমা হয়ে উঠলেন। মুচকি হেসে বললেন, /তুমি মহামায়া বসু লেনের রাজেশ্বরী।*

শীলা আর অনুভব পাশাপাশি হাঁটছে। সেই লম্বা করিডর। হাঁটতে হাঁটতে শীলা বলল, /আমার আর জ্বর নেই।* অনুভব জিজ্ঞেস করল, /কী অসুখ হয়েছিল? এই সামান্য দু-তিনদিনের জ্বর?* শীলা মাথা নাড়ল, /না। খুব বড় অসুখ।* অনুভব বলল, /আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।* শীলা বলল, /তুমি কী করে বুঝবে। তুমি তো একটা বাচ্চা ছেলে।' কথাট বলেই শীলা খিলকিল করে হেসে উঠল এবং ঠিক তখনই অনুভবের মনে পড়ে গেল সোনা কাকিমার কথা। আমি কেন বলব। যার অসুখ সে বলবে।

আবার চুপচাপ হেঁটে যাওয়া। হঠাৎ অনুভব বলল, /তোমাদের বাড়িতে কলিংবেল নেই কেন? তখন যদি সোনা কাকিমা হঠাৎ এসে না পড়তেন আমাকে গ্রিলের দরজার সামনে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত কে জানে।* শীলা বলল, /তুমি একটা বুদ্ধু, কলিংবেল থাকবে না কেন? চলো, দেখিয়ে দিচ্ছি। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে আমরা বেল টিপি।* অনুভব অপ্রস্তুতে পড়ে গেল, /দেখাতে হবে না। হয়তো দেখতে পাইনি।*

গ্রিলের কাছে পৌঁছে শীলা বলল, /বাঁদিকে একটু উঁচুতে তাকিয়ে দেখো। কলিংবেলের বোতাম।*

গ্রিলের দরজা খুলে ওরা উঠোনে নামল। গতকাল পূর্ণিমা ছিল। আজও কেমন জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না প্লাবিত বকুলগাছটি বড়ো মায়াময় লাগছে।

অনুভব বলল, /তোমাকে কোনওদিন চিঠি লিখতে পারব না।* শীলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। অনুভব পূর্বকথার জের টেনে বলল, /তোমাদের বাড়িতে তো লেটার বক্স নেই। নাকি সেটাও আছে। দেখতে পাইনি।* শীলা বলল, /না লেটার ব' নেই। পিয়ন চিঠি নিয়ে এসে সোনা কাকিমাকে দিয়ে যায়।*

ওরা বকুল গাছের নীচে এসে দাঁড়াল। অনুভব বলল, /তোমার পিসিমারও তো অসুখ।* শীলা অবাক হল, /কে বলল? পিসিমার অসুখ হবে কেন? কী আবোল তাবোল বকছ!*

অনুভব বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়ল। তুমি জানো না। পিসিমার অসুখ। মহামায়া বসু লেনের রাজেশ্বরীর গভীর অসুখ।*

শীলা অবাক। অনুভবকে তো এখন সরল - বোকা মনে হচ্ছে না। শীলা বলল, /কিন্তু পিসির নামটা জানলে কী করে?* অনুভব বলল, /পিসিকে জিজ্ঞেস করো।* শীলা অস্থির হল, /পিসি হঠাৎ তাঁর নামটা তোমাকে বলতে গেলেন কেন?* অনুভব বলল, /আমি বলব না। যার অসুখ সে বলবে।* শীলা বলল, /তোমার কী হয়েছে। এমন হেঁয়ালির মতন কথা বলছো?*

করিডোরে হাঁটতে হাঁটতে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল শীলা। এখন অনুভব হো হো করে হাসল।

শীলা বলল, /পিসিমার কথা থাক। আমার কিন্তু কোনও অসুখ নেই।* অনুভব বলল /আমারও।*

নিজের ঘরে বসে রাজেশ্বরী ভাবছিলেন প্রভাংশুর কথা। চল্লিশ বছর অগেকার প্রভাংশু। অনেকটা শীলার বন্ধু অনুভবের মতন। এমন সরল। এমন স্নিগ্ধ।

শীলা বকুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল। সদরের ভারী দরজাটা ঠেলে অনুভব রাস্তায় নামল। ঘুরে তাকাল শীলার দিকে। শীলা হাত নাড়ছে।